কুসুমে কুসুমে চরণচিহ্ন
সেরা ১০০ আবৃত্তির কবিতা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সংকলন
মাহমুদুল হাকিম তানভীর

ঐতিহ্য

সংকলকের উৎসর্গ

আমার চিরশত্রু
সহধর্মিণী রেহানা খাতুন
ও
আমার আত্মজদ্বয়, চিরসখা
অপ্সরা বর্ণমালা এবং ওয়ারাহ চর্যা

কুসুমে কুসুমে চরণচিহ্ন দিয়ে যাও, শেষে দাও মুছে।
ওহে চঞ্চল, বেলা না যেতে খেলা কেন তব যায় ঘুচে॥
চকিত চোখের অশ্রুসজল বেদনায় তুমি ছুঁয়ে ছুঁয়ে চল–
কোথা সে পথের শেষ কোন্ সুদূরের দেশ
সবাই তোমায় তাই পুছে॥

সংকলন প্রসঙ্গে

একটি সরল স্বীকারোক্তি করা যাক। বইয়ের প্রচ্ছদে সেরা ১০০ আবৃত্তির কবিতা বলা হয়েছে। আমি ব্যক্তিগতভাবে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি, প্রতিটি সার্থক কবিতাই আসলে আবৃত্তির কবিতা। আর সেরা শব্দটিই আসলে আপেক্ষিক। জনে জনে সেরার ধরণও ক্রমশই বদলায়। এ বইতে সেইসব কবিতাকেই আসলে জড়ো করা হয়েছে, যে কবিতাগুলো বহুলপঠিত। এমন তো প্রায়ই হয়, হুট করে কোথাও আপনাকে আবৃত্তি করতে হলো, এই বইটা থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আপনার প্রিয় কবিতাটি আপনি যেন বের করে আবৃত্তি করে ফেলতে পারেন। ৫২টি কাব্যগ্রন্থ থেকে একশোটি কবিতা বাছাইয়ের মতো কঠিন কাজ বোধহয় খুব কমই আছে। তবু চেষ্টা করেছি আবৃত্তির কবিতাগুলোকে আলাদা করার। কবিতায় ছন্দের ব্যবহারে রবীন্দ্রনাথ যে মুন্সিয়ানা দেখিয়েছেন, তার তুলনা হয় না। আর ছন্দবদ্ধ কবিতাগুলো শ্রুতিমধুর হয় বলে তা আবৃত্তি করাও সহজ বোধহয়। তবু অনেক যাচাই বাছাই শেষে আবৃত্তিপাগল মানুষগুলোর কথাই মাথায় এসেছে বারবার। বইটি যেন আপনার চলার পথের সঙ্গী হয়, আপনার শয়নকক্ষে মাথার বালিশের পাশে জায়গা করে নেয়, হাতে হাতে ছড়িয়ে পড়ে, এই প্রত্যাশা থাকবে। আসলে বাংলা সাহিত্য তথা বাংলা কবিতায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অপরিহার্য একটি নাম। চরম দুঃখবিজন সময়েও যার কবিতার কাছে হাঁটুমুড়ে বসা যায়, প্রশান্তি পাওয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই বইটি সংকলনে একজন মানুষই ত্রাতা হিসেবে কাজ করেছেন, তিনি কবি পিয়াস মজিদ। তাঁর ঐকান্তিক ইচ্ছা ছাড়া বইটি আলোর মুখ দেখতো না। পিয়াস ভাইয়ের কাছে আমার অনেক ঋণ। আর ভালোবাসার ঋণ নাকি শোধ করতে হয় না।

বাংলাদেশের প্রকাশনা জগতে প্রকাশনা সংস্থা 'ঐতিহ্য' এমন একটি নাম, বাংলাদেশ তথা বাংলা ভাষাভাষী সাহিত্যের পাঠকমাত্রই ঐতিহ্যকে এক নামেই চেনেন। ঐতিহ্য'র প্রধান নির্বাহী আরিফুর রহমান নাইম ভাই এবং সংশ্লিষ্ট সবার প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা অশেষ। আমি কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই আমার আবৃত্তির স্বপ্নমানব প্রিয় শিমুল মুস্তাফা, তাঁর সহধর্মিণী শারমিন মুস্তাফা এবং আমার আবৃত্তির ধ্যানঘর, পরম আশ্রয় 'বৈকুণ্ঠ আবৃত্তি একাডেমী'র প্রতি সদস্যের প্রতি। আবৃত্তি অঙ্গনে শিল্প করতে এসে আমার একটি বিশেষ বন্ধুমহল তৈরি হয়েছে। আবৃত্তির ওই

অকৃত্রিম বন্ধুগুলো যে ভালোবাসার মায়ায় আমাকে জড়িয়ে রাখে, তার কোন তুলনা হয় না। নাম করতে গেলে অনেক নামই নিতে হয়, তাই থাক। আমি জানি, ওরা আলাদা আলাদা করেই আমার এ প্রকাশিত ভালোবাসার স্পর্শটুকু পাবে।

আবৃত্তিপাগল প্রতিটি মানুষের কাছে বইটি পৌঁছে গেলে ভীষণ ভালো লাগবে আমার। একটাই চাওয়া, আবৃত্তিশিল্পীদের একটু স্বস্তি হয়ে উঠুক বইটি।

মাহমুদুল হাকিম তানভীর
ফেব্রুয়ারি ২০২৪, ঢাকা

কবিতাসূচি

মরণ ১৩
নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ ১৫
প্রভাত-উৎসব ১৭
অন্তর মম বিকশিত করো ১৯
রাহুর প্রেম ২০
প্রাণ ২৪
বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর ২৫
ভুলে ২৮
নিষ্ফল কামনা ৩০
বধূ ৩৩
ব্যক্ত প্রেম ৩৬
গুপ্ত প্রেম ৩৮
বর্ষার দিনে ৪১
অনন্ত প্রেম ৪৩
ভালো করে বলে যাও ৪৫
অহল্যার প্রতি ৪৭
সোনার তরী ৫০
সুপ্তোত্থিতা ৫২
হিং টিং ছট্ ৫৬
দুই পাখি ৬১
দুর্বোধ ৬৩
ঝুলন ৬৫
ব্যর্থ যৌবন ৬৯
নিরুদ্দেশ যাত্রা ৭১
বিদায়-অভিশাপ ৭৪
সাধনা ৮৫
ব্রাহ্মণ ৮৮
পুরাতন ভৃত্য ৯১
দুই বিঘা জমি ৯৩
চিত্রা ৯৬
আবেদন ৯৭
উর্বশী ১০২
১০৫ ১৪০০ সাল
১০৭বিদায়
১১০ বঙ্গমাতা
১১১ দুঃসময়
১১৩ বর্ষামঙ্গল
১১৫ মার্জনা
১১৬ স্বপ্ন
১১৮ জুতা-আবিষ্কার
১২১ হতভাগ্যের গান
১২৪ ভগ্ন মন্দির
১২৫ বৈশাখ
১২৭ দেবতার গ্রাস
১৩২ অভিসার
১৩৫ উদ্‌বোধন
১৩৭ যাত্রী
১৩৯ এক গাঁয়ে
১৪১ উদাসীন
১৪৪ আষাঢ়
১৪৬ মেঘমুক্ত
১৪৮ চিরায়মানা
১৫০ কৃষ্ণকলি
১৫২ ত্রাণ
১৫৩ উদ্‌বোধন
১৫৫ বীরপুরুষ
১৫৭ জন্মকথা
১৫৯ ছল
১৬০ সুপ্রভাত
১৬৩ শুভক্ষণ
১৬৪ অনাবশ্যক
১৬৬ আগমন
১৬৭ কুয়ার ধারে
১৬৯ আত্মত্রাণ

স্বপ্নে ১৭০
ভারততীর্থ ১৭১
অপমানিত ১৭৪
সীমায় প্রকাশ ১৭৬
শেষ নমস্কার ১৭৭
ছবি ১৭৮
কৃপণ ১৮১
শা-জাহান ১৮৩
বোঝাপড়া ১৮৮
হারিয়ে-যাওয়া ১৯১
মনে পড়া ১৯২
দান ১৯৪
শেষ বসন্ত ১৯৬
পথের বাঁধন ১৯৮
নির্ভয় ১৯৯
বলাকা ৩৬ ২০০
বলাকা ৩৭ ২০৩
প্রশ্ন ২০৭
পত্রলেখা ২০৮
বাঁশি ২১০
২১৩ পুকুর-ধারে
২১৫ ক্যামেলিয়া
২২১ সাধারণ মেয়ে
২২৫ খোয়াই
২২৮ পিলসুজের উপর পিতলের প্রদীপ
২৩১ পৃথিবী
২৩৫ আমি
২৩৭ বাঁশিওআলা
২৪১ আফ্রিকা
২৪৩ হঠাৎ-দেখা
২৪৫ রূপনারানের কূলে
২৪৬ পরিচয়
২৪৮ তোমার সৃষ্টির পথ

লিপিকা থেকে

২৪৯ সন্ধ্যা ও প্রভাত
২৫০ রাজপুত্তুর
২৫৩ সুয়োরানীর সাধ
২৫৬ একটি চাউনি

মরণ

মরণ রে,
তুঁহু মম শ্যামসমান ।
মেঘবরণ তুঝ, মেঘজটাজূট,
রক্ত কমলকর, রক্ত অধরপুট,
তাপ-বিমোচন করুণ কোর তব
মৃত্যু-অমৃত করে দান ।
তুঁহু মম শ্যামসমান ।

মরণ রে,
শ্যাম তোঁহারই নাম !
চির বিসরল যব নিরদয় মাধব
তুঁহু ন ভইবি মোয় বাম ।
আকুল রাধা-রিঝ অতি জরজর,
ঝরই নয়নদউ অনুখন ঝরঝর ।
তুঁহু মম মাধব, তুঁহু মম দোসর,
তুঁহু মম তাপ ঘুচাও
মরণ, তু আও রে আও ।
ভুজপাশে তব লহ সম্বোধয়ি,
আঁখিপাত মঝু আসব মোদয়ি,
কোরউপর তুঝ রোদয়ি রোদয়ি
নীদ ভরব সব দেহ ।
তুঁহু নহি বিসরবি, তুঁহু নহি ছোড়বি,
রাধাহৃদয় তু কবহুঁ ন তোড়বি,
হিয় হিয় রাখবি অনুদিন অনুখন,
অতুলন তোঁহার লেহ ।
দূর সঙে তুঁহু বাঁশি বজাওসি,
অনুখন ডাকসি, অনুখন ডাকসি
রাধা রাধা রাধা !
দিবস ফুরাওল, অবহুঁ ম যাওব,
বিরহতাপ তব অবহুঁ ঘুচাওব,
কুঞ্জবাট'পর অবহুঁ ম ধাওব,
সব কছু টুটইব বাধা ।
গগন সঘন অব, তিমিরমগন ভব,

তড়িত চকিত অতি, ঘোর মেঘরব,
শালতালতরু সভয় তবধ সব,
পন্থ বিজন অতি ঘোর—
একলি যাওব তুঝ অভিসারে,
যা'ক' পিয়া তুঁহু কি ভয় তাহারে,
ভয় বাধা সব অভয় মুরতি ধরি,
পন্থ দেখাওব মোর।
ভানুসিংহ কহে— ছিয়ে ছিয়ে রাধা,
চঞ্চল হৃদয় তোহারি,
মাধব পহু মম, পিয় স মরণসে
অব তুঁহু দেখ বিচারি।

নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ

আজি এ প্রভাতে রবির কর
কেমনে পশিল প্রাণের ‘পর,
কেমনে পশিল গুহার আঁধারে
প্রভাত-পাখির গান ।
না জানি কেন রে এতদিন পরে
জাগিয়া উঠিল প্রাণ ।
জাগিয়া উঠেছে প্রাণ,
ওরে উথলি উঠেছে বারি,
ওরে প্রাণের বাসনা প্রাণের আবেগ
রুধিয়া রাখিতে নারি ।
থর থর করি কাঁপিছে ভূধর,
শিলা রাশি রাশি পড়িছে খসে,
ফুলিয়া ফুলিয়া ফেনিল সলিল
গরজি উঠিছে দারুণ রোষে ।
হেথায় হোথায় পাগলের প্রায়
ঘুরিয়া ঘুরিয়া মাতিয়া বেড়ায়,
বাহিরিতে চায়, দেখিতে না পায়
কোথায় কারার দ্বার ।
কেন রে বিধাতা পাষাণ হেন,
চারিদিকে তার বাঁধন কেন?
ভাঙ্ রে হৃদয় ভাঙ্ রে বাঁধন,
সাধ্ রে আজিকে প্রাণের সাধন,
লহরীর পরে লহরী তুলিয়া
আঘাতের পর আঘাত কর ।
মাতিয়া যখন উঠিছে পরান,
কিসের আঁধার, কিসের পাষাণ!
উথলি যখন উঠিছে বাসনা,
জগতে তখন কিসের ডর!

আমি ঢালিব করুণাধারা,
আমি ভাঙিব পাষাণকারা,
আমি জগৎ প্লাবিয়া বেড়াব গাহিয়া
আকুল পাগল-পারা;
কেশ এলাইয়া, ফুল কুড়াইয়া,
রামধনু-আঁকা পাখা উড়াইয়া,
রবির কিরণে হাসি ছড়াইয়া,
দিব রে পরান ঢালি ।
শিখর হইতে শিখরে ছুটিব,
ভূধর হইতে ভূধরে লুটিব
হেসে খলখল গেয়ে কলকল
তালে তালে দিব তালি ।
এত কথা আছে এত গান আছে
এত প্রাণ আছে মোর,
এত সুখ আছে এত সাধ আছে
প্রাণ হয়ে আছে ভোর ।

কী জানি কী হল আজি জাগিয়া উঠিল প্রাণ,
দূর হতে শুনি যেন মহাসাগরের গান—

ওরে, চারিদিকে মোর
এ কী কারাগার ঘোর!
ভাঙ্ ভাঙ্ ভাঙ্ কারা, আঘাতে আঘাত কর!
ওরে, আজ কী গান গেয়েছে পাখি,
এসেছে রবির কর!

প্রভাত-উৎসব

হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি !
জগত আসি সেথা করিছে কোলাকুলি !
ধরায় আছে যত মানুষ শত শত
আসিছে প্রাণে মোর, হাসিছে গলাগলি ।
এসেছে সখা সখী বসিয়া চোখোচোখি,
দাঁড়ায়ে মুখোমুখি হাসিছে শিশুগুলি ।
এসেছে ভাই বোন পুলকে ভরা মন,
ডাকিছে, 'ভাই ভাই' আঁখিতে আঁখি তুলি ।
সখারা এল ছুটে, নয়নে তারা ফুটে,
পরানে কথা উঠে— বচন গেল ভুলি ।
এসেছে রবি শশী, এসেছে কোটি তারা,
ঘুমের শিয়রেতে জাগিয়া থাকে যারা ।
পরান পুরে গেল হরষে হল ভোর
জগতে যারা আছে সবাই প্রাণে মোর ।

প্রভাত হল যেই কী জানি হল এ কী !
আকাশপানে চাই কী জানি কারে দেখি !
প্রভাতবায়ু বহে কী জানি কী যে কহে,
মরমমাঝে মোর কী জানি কী যে হয় !
এসো হে এসো কাছে সখা হে এসো কাছে—
এসো হে ভাই এসো, বোসো হে প্রাণময় ।
পুরব-মেঘমুখে পড়েছে রবিরেখা,
অরুণরথচূড়া আধেক যায় দেখা ।
তরুণ আলো দেখে পাখির কলরব—
মধুর আহা কিবা মধুর মধু সব !
মধুর মধু আলো, মধুর মধু বায়,
মধুর মধু গানে তটিনী বয়ে যায় !
যে দিকে আঁখি চায় সে দিকে চেয়ে থাকে,
যাহারি দেখা পায় তারেই কাছে ডাকে,
নয়ন ডুবে যায় শিশির-আঁখি-ধারে,
হৃদয় ডুবে যায় হরষ-পারাবারে ।

আয় রে আয় বায়ু, যা রে যা প্রাণ নিয়ে,
জগত-মাঝারেতে দে রে তা প্রসারিয়ে ।

ভ্রমিবি বনে বনে, যাইবি দিশে দিশে,
সাগরপারে গিয়ে পুরবে যাবি মিশে ।
লইবি পথ হতে পাখির কলতান,
যূথীর মৃদুশ্বাস, মালতীমৃদুবাস—
অমনি তারি সাথে যা রে যা নিয়ে প্রাণ ।
পাখির গীতধার ফুলের বাসভার
ছড়াবি পথে পথে হরষে হয়ে ভোর,
অমনি তারি সাথে ছড়াবি প্রাণ মোর ।
ধরারে ঘিরি ঘিরি কেবলি যাবি বয়ে
ধরার চারি দিকে প্রাণেরে ছড়াইয়ে ।

পেয়েছি এত প্রাণ যতই করি দান
কিছুতে যেন আর ফুরাতে নারি তারে ।
আয় রে মেঘ, আয় বারেক নেমে আয়,
কোমল কোলে তুলে আমারে নিয়ে যা রে !
কনক-পাল তুলে বাতাসে দুলে দুলে
ভাসিতে গেছে সাধ আকাশ-পারাবারে ।
আকাশ, এসো এসো, ডাকছি বুঝি ভাই—
গেছি তো তোরি বুকে, আমি তো হেথা নাই ।
প্রভাত-আলো-সাথে ছড়ায় প্রাণ মোর,
আমার প্রাণ দিয়ে ভরিব প্রাণ তোর ।

ওঠো হে ওঠো রবি, আমারে তুলে লও,
অরুণতরী তব পুরবে ছেড়ে দাও,
আকাশ-পারাবার বুঝি হে পার হবে—
আমারে লও তবে, আমারে লও তবে ।

অন্তর মম বিকশিত করো

অন্তর মম বিকশিত করো
অন্তরতর হে।
নির্মল করো উজ্জ্বল করো,
সুন্দর করো হে।
জাগ্রত করো, উদ্যত করো,
নির্ভয় করো হে।
মঙ্গল করো, নিরলস নিঃসংশয় করো হে।
অন্তর মম বিকশিত করো,
অন্তরতর হে।

যুক্ত করো হে সবার সঙ্গে,
মুক্ত করো হে বন্ধ,
সঞ্চার করো সকল কর্মে
শান্ত তোমার ছন্দ।

চরণপদ্মে মম চিত নিঃস্পন্দিত করো হে,
নন্দিত করো, নন্দিত করো,
নন্দিত করো হে।

অন্তর মম বিকশিত করো
অন্তরতর হে।

রাহুর প্রেম

শুনেছি আমারে ভালোই লাগে না,
নাই-বা লাগিল তোর,
কঠিন বাঁধনে চরণ বেড়িয়া
চিরকাল তোরে রব আঁকড়িয়া
লৌহশৃঙ্খলের ডোর ।
তুই তো আমার বন্দী অভাগিনী
বাঁধিয়াছি কারাগারে,
প্রাণের শৃঙ্খল দিয়েছি প্রাণেতে
দেখি কে খুলিতে পারে ।
জগৎ–মাঝারে যেথায় বেড়াবি,
যেথায় বসিবি, যেথায় দাঁড়াবি,
কি বসন্ত শীতে দিবসে নিশীথে
সাথে সাথে তোর থাকিবে বাজিতে
এ পাষাণ প্রাণ অনন্ত শৃঙ্খল
চরণ জড়ায়ে ধ'রে ।
এক বার তোরে দেখেছি যখন
কেমনে এড়াবি মোরে ।
চাও নাই চাও, ডাক নাই ডাক,
কাছেতে আমার থাক নাই থাক,
যাব সাথে সাথে, রব পায় পায়,
রব গায় গায় মিশি—
এ বিষাদ ঘোর, এ আঁধার মুখ,
হতাশ নিশ্বাস, এই ভাঙা বুক,
ভাঙা বাদ্য-সম বাজিবে কেবল
সাথে সাথে দিবানিশি ।
অনন্ত কালের সঙ্গী আমি তোর
আমি যে রে তোর ছায়া—
কিবা সে রোদনে কিবা সে হাসিতে
দেখিতে পাইবি কখনো পাশেতে,
কখনো সমুখে কখনো পশ্চাতে,